যুগান্তর

তারিখ ... 10 AUG 2008

ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত বিনামূল্যে বই

সরকারের শীর্ষপর্যায়ে চিন্তাভাবনা

শাহনেওয়াজ

শিক্ষার্থীদের স্কুল থেকে ঝরে পড়া বন্ধ করতে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত বিনামূল্যে বই দেয়ার চিন্তাভাবনা চলছে। এ ব্যাপারে বেশ কিছুটা অগ্রগতিও হয়েছে। তবে আগামী বছরই এ কার্যক্রম শুরু করা যাবে কিনা— এ বিষয়ে খুব শিগগির সিদ্ধান্ত নেয়া হবে বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল সূত্র আভাস দিয়েছে। সূত্রটি জানায়, জাতীয় দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রে অনুযায়ী ২০১৫ সালের মধ্যে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ানো ও স্কুল থেকে ঝরে পড়া ৫০ শতাংশ কমিয়ে আনার নির্দেশনা রয়েছে। স্কুলে না আসা ও ঝরে পড়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে দারিদ্র্য। দারিদ্র্যের কারণে ছাত্রছাত্রীরা বই কিনতে পারে না। স্কুলেও আসে না। এমনকি অনেক সময় স্কুলে এলেও বইপত্রের কারণে স্কুল থেকে নিজেরাই ঝরে পড়ে।

বর্তমানে ব্যক্তিপর্যায়ে মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠ্যপুস্তক কিনতে হয়। অনেকের বই কেনার আর্থিক সঙ্গতিও নেই। মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করা হলে শিক্ষার মান একদিকে যেমন বাড়বে। পাশাপাশি শিক্ষার্থী উপস্থিতির সংখ্যা ব্যাপক বৃদ্ধি পাবে। শুধু তাই নয়, বিনামূল্যে বই দেয়া হলে শহর ও গ্রামের শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে গুণগত পার্থক্য দেখা যায় তাও কমে আসবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, ২০০৮ শিক্ষাবর্ষে ষষ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৬ লাখ ৬০ হাজার। এদের বইয়ের সেটের সংখ্যাও একই। বর্তমান পুস্তকের গায়ের মূল্য অনুযায়ী প্রতি সেটের মূল্য ২৮২ টাকা। মোট মূল্য হচ্ছে ১৮ কোটি ৬১ লাখ ২০ হাজার টাকা। সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫ লাখ ৬৫ হাজার। এদের বই সেটের সংখ্যাও একই। প্রতি সেটের মূল্য ৩৪৩ টাকা ৭১ পয়সা। মোট মূল্য হচ্ছে ১৯ কোটি ৪১ লাখ ৯৬ হাজার ১৫০ টাকা। অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৪ লাখ ৪০ হাজার। এ পরিমাণ সেটের সংখ্যা প্রতি সেট অনুযায়ী মূল্য ৩৫১ টাকা ৪০ পয়সা। মোট মূল্য ১৫ কোটি ৮৬ লাখ ১৬ হাজার টাকা। নবম ও দশম শ্রেণীর বই : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৫

বই : বিনামূল্যে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বিজ্ঞান শাখার শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১ লাখ ৫৫ হাজার। প্রতি সেটের বইয়ের দাম ৫৮৭ টাকা ২৫ পয়সা। মোট মূল্য ৯ কোটি ১০ লাখ ২৩ হাজার ৭৫০ টাকা। ব্যবসা শিক্ষা শাখার শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১ হাজার ৬৫ হাজার। প্রতি সেটের বইয়ের দাম ৫০২ টাকা ৪০ পয়সা। মোট মূল্য ৮ কোটি ২৮ লাখ ৯৬ হাজার টাকা। মানবিক শাখার শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১ লাখ ৪০ হাজার। প্রতি সেটের বইয়ের দাম ৫০৭ টাকা ৮০ পয়সা। মোট মূল্য ৭ কোটি ১০ লাখ ৯২ হাজার টাকা। অর্থাৎ ষষ্ঠ থেকে একেবারে নবম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকের মোট মূল্য হচ্ছে ৭৭ কোটি ৯৯ লাখ ৪৩ হাজার ৯০০ টাকা।

সরকারের বেসরকারি পর্যায়ে পুস্তক প্রকাশের নীতিমালা অনুযায়ী প্রতি বছর প্রতিটি বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান বাজারজাত করে থাকে। তাছাড়া বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকের পুনর্ব্যবহার করে থাকে। প্রায় সময় প্রতি বছরই খুচরা বিক্রেতাদের কাছে অবিক্রীত পুস্তক মজুদ থাকে। এ কারণে প্রকৃত শিক্ষার্থীদের সংখ্যা, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের বরাদ্দ করা পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যায় বেশকিছু পার্থক্য হয়ে থাকে। ব্যয়ের ক্ষেত্রে প্রতি সেটের দাম বেড়েই চলেছে। এক্ষেত্রে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা আরও বাড়বে বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় মনে করে।

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের দাখিল স্তরের শ্রেণী অনুযায়ী শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। একই সঙ্গে পাঠ্যপুস্তকের চাহিদাও বাড়ছে। এদের পাঠ্যপুস্তকের জন্য মোট ব্যয় হচ্ছে ৪৪ কোটি ৪৯ লাখ ৬৫ হাজার টাকা। এর পাশাপাশি রয়েছে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের শিক্ষার্থী। এদের অংকন বিষয়ে ছাত্রের সংখ্যা ১ লাখ ৫ হাজার। ট্রেড বিষয়ে ১ লাখ ৫ হাজার। কম্পিউটার ব্যবহার ৭০ হাজার। ব্যবসায় উদ্যোগ ও আত্মকর্মসংস্থান শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৭০ হাজার। সর্বমোট এদের জন্য ব্যয় হয় ৩ কোটি ৩২ লাখ ৫০ হাজার টাকা।

জানা গেছে, মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে বই বিতরণের জন্য সরকারের ব্যয় হবে ২৭৮ কোটি ১৮ লাখ ১৬ হাজার ২৩৩ টাকা। কিন্তু এরপরও সরকারের পদক্ষেপে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হলে গ্রামের শিক্ষার্থীদের হাতে বই পৌঁছে যাবে। এর ফলে খুব দ্রুত গ্রাম ও শহরের মধ্যে শিক্ষার পার্থক্য কমে আসবে। শুধু তাই নয়, প্রকাশকরা বর্তমানে বিভিন্নভাবে যে বই সংকট সৃষ্টি করে, তা দূর হবে। কারণ বইয়ের সংকট শিক্ষার্থীদের পাঠে অমনোযোগী করে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় মনে করে, প্রাথমিক স্তরের তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তক বিতরণের ক্ষেত্রে যে বিভাজন রয়েছে অর্থাৎ ৫০ শতাংশ নতুন ও ৫০ শতাংশ পুরনো বই সরবরাহ করা হয়। মাধ্যমিক পর্যায়েও এভাবে বই বিতরণ করা যেতে পারে। তবে বার্ষিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের আগেই সব পুরনো পাঠ্যপুস্তক সংগ্রহের কার্যক্রম শুরু করতে হবে।

ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত বিনামূল্যে বই বিতরণের ব্যাপারে প্রধান উপদেষ্টার কাছে একটি সারসংক্ষেপ পাঠানো হচ্ছে। তবে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ কার্যক্রমে অর্থায়ন কোন বাজেট থেকে করা হবে, সে বিষয়ে এখনও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি। এ বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় থেকে বিস্তারিত জানতে চাওয়া হয়েছে।